ভরা বর্ষা মৌসুমে পানি না থাকায় পাটে জাগ দিতে পারছে না কুষ্টিয়ার কৃষকরা

ভরা বর্ষা মৌসুমে পানি না থাকায় পাট নিয়ে বিপাকে পড়েছেন কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলার কৃষক-কিষানিরা। আষাঢ় মাস শেষ হয়ে শ্রাবণ মাসের চার তারিখ।

অথচ এই ভরা বর্ষা মৌসুমেও খাল-বিল, পুকুর, ডোবা, নালা, জলাশয়গুলোতে বর্ষার পানি না আসায় পাটজাগ না দিতে পেরে কৃষক-কিষানিরা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন।

সোনালি আঁশ পাট কেটে পানির আশায় খেতেই স্তুপ করে রেখেছেন অনেক কৃষক, এতে রৌদ্রতাপে অনেক পাট খেতেই শুকিয়ে নষ্ট হচ্ছে। পাট কাটাসহ ফসল ঘরে ওঠানো নিয়ে মহাসংকটে সময় পার করছেন চাষিরা। পানি স্বল্পতা ও শ্রমিক সংকট এতে নাজেহাল অবস্থায় কৃষকরা।

বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখা যায়, বিরূপ আবহাওয়া মধ্যেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অধিক পাট চাষ হয়েছে এবং আবহাওয়া বিরূপ হওয়ায় এবার অধিক পরিশ্রম ও সেচ দিয়ে পাট বাঁচাতে হয়েছিল তাদের।

সব কিছুর পর এবার বাম্পার ফলন হয়েছে কিন্তু পানির অভাবে কৃষক পড়ছেন চরম বিপাকে। কেউ কেউ ভ্যান, নছিমন, ঠেলাগাড়িযোগে কাঁচাপাট নিয়ে ছুটছে পানির খোঁজে।

পাট চাষীদের লোকসানের সম্ভাবনা না থাকায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে পাট চাষির সংখ্যা। এ বছর পাটের আবাদ বৃদ্ধি ও পাটের বাম্পার ফলন।

ভেড়ামারায় কাঙ্খিত বৃষ্টিপাতের অভাবে জলাশয়গুলো ভরাট না হওয়ায় পাট জাগ দিতে না পারায় কৃষকরা পড়েছেন মহাবিপাকে। ফলন ভালো এবং বাজার দর ভালো থাকায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটলেও সময়মত পানির অভাবে পাট জাঁগ (পঁচানো) নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ভেড়ামারা উপজেলার পাট চাষিরা। এ দুশ্চিন্তায় কৃষকদের ঈদ তেমন ভালো হয়নি।

সরেজমিনে জানা যায়, এবার আশানুরুপ বৃষ্টি না হওয়ায় পানির অভাবে পাটের জাগ দিতে পারছেন না উপজেলার কৃষক।
উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধীদপ্তর থেকে জানা গেছে, এবার ভেড়ামারা

উপজেলায় পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে।

গত বছর ৪৩১৫ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হলেও এবার হয়েছে ৪৩৬০ হেক্টর জমিতে। লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৪২৫০ হেক্টর। আবাদ হয়েছে ৪৩৬০ হেক্টর।পাট আবাদ এই উপজেলায় বুদ্ধি পেয়েছে ১১০ হেক্টর।

কিন্তু ভারী বর্ষণ না থাকায় অনেক কৃষক পাট কাটতে চাচ্ছেন না। আবার অনেকে পাট কেটেও জমিতে ছিটিয়ে বা স্তুপ করে রেখেছেন। কেউ কেউ শ্যালো মেশিন দিয়ে পানির ব্যবস্থা করলেও তাতে বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে। নিশ্চিত লাভ জেনেও পানির অভাবে কৃষকের স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছে। এমনিতেই পাট চাষে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। পঁচা পানিতে আঁশ এড়ানো শ্রমিকদের মজুরীও বেশি।

উপজেলার জগশ্বর গ্রামের পাটচাষী আব্দুর রাজ্জাক ও পরানখালী গ্রামের আমিরুল ইসলামসহ অনেকে জানান, এবার বৃষ্টিপাত কম, পাট জাগ দিতে পারছিনা। তাছাড়া নদীতে পাট জাগ দিতে গেলে আনা নেওয়ার খরচ উঠবে না। আশপাশে শ্যালো মোটরের ব্যবস্থা না থাকায় সেচের পানিও পাচ্ছিনা।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়েখুল ইসলাম বলেন, দুই সপ্তাহ আগে বৃষ্টিপাতে নদীসহ বিভিন্ন খালে পানি দেখাদেয়। ফলে কৃষকরা তাদের সোনালী আঁশ পাট কাটতে শুরু করেন। কিন্তু এরপর আর বৃষ্টিপাত না হওয়ায় খরায় পানি শুকিয়ে যায়। ফলে পাটের বাম্পার ফলন হলেও পানি সংকটে পড়েছেন কৃষকরা।

তিনি আরো জানান এ বছর প্রাকৃতিক খরার কারণে ভরা মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় পানির অভাবে কৃষকরা পাট জাগ দিতে পারছেন না। তবে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে কৃষক যাতে পাট পচাতে পারেন সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

ঘটনার ১৬ দিন পর সাংবাদিকদের

নিয়ে বসলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক হাসিবুর রহমান ওরফে রুবেল নিখোঁজ ও হত্যার ১৬ দিন পর জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) সরাসরি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের বিভিন্ন কর্মসূচি চলার পর মঙ্গলবার দুপুরে এসপি খাইরুল আলম তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আশ্বাস দেন, দ্রুতই এই হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সাংবাদিক হাসিবুর হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে কুষ্টিয়ায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও এসপির কার্যালয় ঘেরাওসহ বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে।

গতকাল সোমবার শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় এলাকায় বঙ্গবন্ধু ম্যুরালের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে হাসিবুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকাকে রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেন সাংবাদিকেরা। আগামী রোববার আমরণ অনশনেরও ঘোষণা দেন সাংবাদিক নেতারা।

এসব কর্মসূচির মধ্যে মঙ্গলবার বেলা ১১টায় এসপি খাইরুল আলম তাঁর কার্যালয়ে আন্দোলনরত সাংবাদিকদের ডেকে বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখ, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, সাংবাদিক নূর আলম দুলাল, হাসান আলী, সোহেল রানা, গোলাম মওলা, শরীফ বিশ্বাস, এস এম জুবায়েদ রিপন, এস এম রাশেদ, তৌহিদী হাসান প্রমুখ।

দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা বৈঠকে এসপির সঙ্গে জেলার শীর্ষ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এসপি খাইরুল আলম বৈঠকে বলেন, হাসিবুরের লাশ গড়াই নদে উদ্ধার হওয়ায় মামলাটি নৌ পুলিশ তদন্ত করছে। কিন্তু জেলা পুলিশ ছায়া তদন্ত করছে।

ইতিমধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা) ফরহাদ হোসেন

দর্শনা পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে কাউন্সিলর মিকার সংবাদ সম্মেলন

দর্শনা পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন দর্শনা পৌর কমিশনার সাবির হোসেন মিকা।

তিনি সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, দর্শনা পৌরসভার কর্মচারীবৃন্দ আমার বিরুদ্ধে অনৈতিক আইন বর্হিভূত একটি মানববন্ধন করেন। বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ষড়যন্ত্র মূলক ও পরিকল্পিত।

আমি সাবির হোসেন মিকা দর্শনা পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। আমার রেল বাজারের আক্তারুল ইসলাম মার্কেটের রুদ্র টেলিকমের সত্ত্বাধিকারী জাহিদুল ইসলাম তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠ্যানের ট্রেড লাইসেন্সের জন্য গত ১৪ জুলাই দর্শনা পৌরসভায় যান।

এসময় পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট গেলে জাহিদুল ইসলামের হোল্ডিং ট্যাক্স ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি সঠিক থাকা সত্ত্বেও মার্কেটের মালিকের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ নেই এই অজুহাতে তার ট্রেড লাইসেন্সটি ইস্যু করে না এবং তার সাথে অসদাচরণ করে।

পরবর্তীতে ১৭ জুলাই রবিবার মার্কেট মালিক তার বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করে। মার্কেট মালিক পৌর হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের পর পুনরায় ব্যাবসায়ী জাহিদুল ইসলাম আবেদন ফরম নিয়ে গেলে কোন কর্ণপাত করেনি সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলম। দর্শনা পৌরসভায় মুস্তাক নামের আরেকজন পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্সের জন্য গেলে তাকেও লাইসেন্সটি প্রদান না করে তার লাইসেন্স হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়।

আমি দর্শনা পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসাবে বিষয়টি আমাকে

জানালে আমি ট্রেড লাইসেন্স ইন্সপেক্টর ও সহকারী জাহিদুল ইসলামের নিকট ট্রেড লাইসেন্স না দেওয়ার কারণ জানতে চাহিলে তারা আমাকে জানান এটি সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলম লাইসেন্সটি দিতে নিষেধ করেছেন। আপনি প্রকৌশলী সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেন।

আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিষয়টি প্রকৌশলী নিকট জানতে চাহিলে তিনি আমাকে বলেন, আমার কাছে আপনাকে কে পাঠিয়েছে? আমি তখন বলি মোমিনুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলামের নাম বলি এবং তিনি আমাকে বলেন তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসেন।

আমি বলি আপনি কর্মকর্তা হিসাবে আপনি তাদেরকে ডাকেন, সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলম এই কথা বলার পর রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি আপনার চাকুরী করি না, আমি মেয়রের চাকুরী করি। আমি তখন তাকে বলি আপনি এই চেয়ারে বসে এইরকম অনৈতিক কথা বলতে পারেন না, আপনি জনগনের চাকুরী করেন। আপনার এই অনৈতিক কথা উর্দ্ধ করতে হবে। এই বিষয় নিয়ে তর্কতর্কী ও বাগবিতন্ডা হয়। এসময় কোন হামলা বা মারামারির ঘটনা ঘটেনি।

দর্শনা পৌরসভার একাধিক সিসি ক্যামেরা আছে যা তদন্ত করলেও সত্য উদ্ঘাটন হবে। বরং-কর্মচারীর মধ্যে কেউ কেউ লাঠি সোটা, শাবল বের করার উচ্চারণ করেন। যা সম্পূর্ণ অনৈতিক ভাবে হুমকী দেখায়। যা চরম দুঃখজনক। সঠিক তদন্ত করে এই সমস্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি ।

এই বিষয়গুলি নিয়ে বার বার মেয়রকে জানালেও তার কোন সুরাহ হয়নি। আপনারা অবগত আছেন দর্শনা পৌরসভার দীর্ঘদিন যাবৎ ৭/৮ মাস কোন মাসিক মিটিং হয় না। এডিপি কোন কাজ আসলে বা টেন্ডার আসলে সে পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য ওপেন টেন্ডার হয় না।

মেয়র মহোদয় মনোনীত ব্যক্তিকে গোপনে টেন্ডার দিয়ে কাজ করেন, কেন মেয়র মোহদয় এমন করে তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। বারবার একই ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করায় যা কাজের মান অতিনিম্নমানের হয়। আমরা বিষয়টি মেয়র মহোদয়কে জানালে তিনি বলেন বিষয়টি আমার, আমি দেখব, তোমাদের এই বিষয়ে নাক গলাতে হবে না। টিআর এবং ভিজিএফ প্রজেক্টের কাজ কে বা কাহারা করে কাউন্সিলর হিসাবে আমরা অবগত নহে।

আপনারা জানেন দূর্নীতির দায়ে দর্শনা পৌরসভার ক্যাশিয়ার রোমিও

পলাশ টেন্ডারের কাজ না করেই প্রায় ২০ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেন।

দর্শনা পৌরসভার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার কাজটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান আংশিক কাজ করে চলিয়া যায়। পৌর কর্তৃপক্ষ ও মেয়র মহোদয়কে বারবার আমরা কাউন্সিলরবৃন্দ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হলেও রহস্যগত কারণেও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই ।

দর্শনা পৌরসভার ওয়ারিশ সনদপত্র বিভিন্ন সিরিয়ালে ও সিরিয়াল বিহীন পৌর প্যাডে প্রদান করেন যা আইন সংগত নহে বলে আমরা কাউন্সিলরগণ মনে করি। বিষয়টি মেয়রকে অবগত করলেও তিনি কোন কর্ণপাত করেন নাই এবং বলেন এটি আমার বিষয় আমি দেখব।

জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের সরকারি বিধিমালা উপক্ষা করে পৌর ডিজিটাল সেন্টার নামে অতিরিক্ত ৫০ টাকা ফি আদায়, পৌরসভায় মাষ্টার রুলের কর্মচারী মেহেদী হাসান কম্পিউটার অপারেটর ও উদ্যোগতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন পুরাতন ও নতুন বিল্ডিং-এ নকশাবিহীন বিল্ডিং অনুমোদন দেওয়া। যা আইন সংগত না। এসকল বিষয় প্রকৌশলী ও মেয়র মহোদয়কে জানালে তারা বলেন এটি আমার বিষয়, এটি আমি দেখব।

মেহেরপুর শহরের সার বিষ ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দীনের জানাযা সম্পন্ন

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারের প্রবীন সার ও বিষ ব্যবসায়ী গিয়াস এন্ড সন্স এর স্বত্বাধিকারী গিয়াস উদ্দিনের লাশ দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ২ টার সময় শহীদ ডঃ সামসুজ্জোহা পার্কে নামাজে জানাযা শেষে পৌর কবরস্হানে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

জানাযাতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা

আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. আঃ সালাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, জেলা সার ও বিষ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি,মরহুমের ছোট ভাই বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম হোসেনসহ শত শত ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

সোমবার দিবাগত রাতে গিয়াস উদ্দীন (৮৩) ঢাকাতে তার ছোট ছেলে তৌফিকের বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে, ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

মেহেরপুর শহরের ২ নং ওয়ার্ডের মৃত গোলাম গাউসের বড় পুত্র ছিলেন গিয়াস উদ্দীন। গিয়াস উদ্দীন ছিলেন মেহেরপুর জেলা শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এছাড়া তিনি শহরের বড়বাজারের একজন প্রবীণ ও সৎ সার বিষ ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত।

মুজিবনগরে গৃহবধুর মৃত্যু নিয়ে রহস্য। ময়না তদন্ত করতে মরদেহ উদ্ধার

মুজিবনগরে শামীমা খাতুন (৪৫) নামের এক গৃহবধুর মৃত্যুকে কেন্দ্র রহস্য সৃষ্টি হওয়ায় মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে থানা পুলিশ ।

আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শামীমা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ গ্রামের আব্দুর রশিদ ওরফে ওসি’র স্ত্রী।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার জানান, শামীমা

খাতুন আব্দুর রশিদের দ্বিতীয় স্ত্রী। আগের পক্ষের ২ ছেলে মেয়ে রয়েছে তারা। আব্দুর রশিদের সাথে বিয়ের পর তার এক মেয়ে। আজ সকালের দিকে মারা যাওয়ার পর শামীমা খাতুনের ছেলে আরিফ অভিযোগ করেছিলেন তার মায়ের উপর প্রায় নির্যাতন চালাতো তার স্বামী।

বিষয়টি সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় বিকাল ৬ টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিহতের ছেলে আল ইমরান ওরফে আরিফ হোসেন বলেন আমার মা স্ট্রোক করে মারা যেয়ে থাকতে পারেন। আমরা মুজিবনগর থানায় হাজির হয়ে মায়ের মরদেহ চাইলেও পুলিশ দেইনি।

স্থানীয়রা জানান, আহাম্মেদ আলী মাষ্টার মারা যাওয়ার পর শামীমা দুই সন্তান নিয়ে কেদারগঞ্জ গ্রামের আব্দুর রশিদের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বর্তমানে তাদের ঘরে সামীয়া খাতুন নামের ১৩ বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ আব্দুর রশিদের সাথে প্রায়ই তার ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক বেলাল হোসেন বলেন, হাসপাতালে সকাল ১০ টা ৩২ মিনিটের সময় নিয়ে এসেছিল তার স্বজনরা। কিন্তু হাসপাতালে পৌছানোর আগেই মারা গেছে সে। যে কারণে তাকে দেখা সম্ভব হয়নি। স্বজনরা মরদেহ নিয়ে চলে গেছে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন এই মৃত্যুর ঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে জাপান টোব্যাকো কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিকে অর্থদন্ড

জাপান টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সামগ্রীসহ বিক্রয় প্রতিনিধি শাফায়াতের হোসেনকে আটক করে অর্থদন্ড

করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নুর।

শাফায়াত হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী গ্রামের আলামিন হোসেনের ছেলে। আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) দুপুরের দিকে সদর উপজেলার নুরপুর মোড়ে বিজ্ঞাপন ও প্রচার পত্র বিলি করার সময় হাতে নাতে ধরে এ আদালত বসানো হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম সদর উপজেলার নুরপুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাফায়েত হোসেন কে আটক করেন। তার নিকট থেকে সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রুব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫(১৩সালে সংশোধিত) এর ৫ ধারায় ৫শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়া উদ্ধারকৃত সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সামগ্রী আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

গাংনীতে করোনা ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ দিবস পালিত

মেহেরপুর গাংনীতে করোনা প্রতিরোধে করোনা ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ দিবস পালিত হচ্ছে।

বুস্টার ডোজ ডে উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বুস্টার ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও গাংনী পৌরসভায় এক যোগে বুস্টার ডোজের ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হয়ে চলবে সারাদিন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স সুত্রে জানাগেছে, উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে একটি করে ক্যাম্প করা হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পে দুইজন টিকাদান কর্মী ও তিনজন স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন।

মেডিকেল টেকনোলজি ইপিআই আব্দুর রশিদ জানান, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫০০ এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ১৫০০ জনকে বুস্টার ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রম চলবে সারাদিন। তিনি আরো জানান,সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে আজ কোন পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যারা আসবে তারাই বুস্টার ডোজ টিকা গ্রহন কনরতে পারবেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুপ্রভা রানী জানান, মানুষ শতষ্ফুর্তভাবে সকাল থেকে বুস্টার ডোজ গ্রহন করতে আসছে। ধৈর্য সহকারে লাইনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথক ভাবে বুস্টার ডোজ টিকা নিতে আসায় স্বাস্থ্য বিভাগের এই উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। গাংনীর সব মানুষ পর্যায়ক্রমে বুস্টার ডোজ গ্রহনের জন্য ক্যম্পে যাওয়ার আহবান জানান এই কর্মকর্তা।

বুস্টারডোজ দিবসে মেহেরপুরে টিকা নেবে ১৫ হাজার

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্ধারিত ৬৯ টিকাদান কেন্দ্রে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক মহামারি করোনা প্রতিরোধে বুস্টার ডোজ (তৃতীয় টিকা) নিলেন স্থানীয়রা।

আগের মত প্রথম বা দ্বিতীয় ডোজ টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে যে ভিড় ছিল, সেই ভিড় বুষ্টারডোজে দেখা মেলেনি। স্বস্তিতে বুষ্টার নিয়ে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরছেন তারা।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ৬৯ টি টিকা কেন্দ্রে এই টিকাদান কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি টিকাকেন্দ্রে ২ জন টিকাদানকারী ও তিনজন করে স্বেচ্ছাসেবি কাজ করছেন।

সরেজমিন গাংনীর তেরাইল গ্রামের টিকাদান কেন্দ্রে দেখা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকেই অর্ধাশতাধিক নারী, পুরুষ এসেছেন টিকা নিতে। তবে,

এই টিকাদান কেন্দ্রে লক্ষ করা গেছে টিকার প্রথম দুই ডোজ গ্রহণের প্রমাণপত্র (কার্ড, ফরম) ছাড়াই এসেছেন অনেকেই।
তেরাইল গ্রামের বিথী ও সাকিব জানান আমরা এর আগে দুটি ডোজ নিয়েছি। আজকে বাড়ির কাছে বুষ্টার ডোজ দিচ্ছে। তাই সহজেই এটা নিয়ে নিলাম।

মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়ার টিকাদান কেন্দ্রে টিকা দিলেন সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার গৃহবধু মরিয়ম নেছা, শহরের হালদারপাড়া এলাকার যুবক নাইম রহমান, বোষপাড়ার সুজন কর্মকার।
টিকা গ্রহণকারী মোছাঃ মরিয়ম বলেন, সরকারের নির্দেশ। তাই আগ্রহের সাথেই বুস্টার ডোজ দিতে আসলাম। ডোজ দিতে কোনো প্রকারের অসুবিধা হয়নি। এর আগের ডোজগুলোও যথা সময়ে দিয়েছি এবং বুস্টার ডোজটাও যথা সময়ে দিলাম।

টিকা নিয়ে খুশি বাওট গ্রামের সাহাবুল ইসলাম (৫৫)। তিনি জানালেন, আজ মঙ্গলবার আমার স্ত্রী চাইনা খাতুন ও ছেলেসহ ৪ জন এই টিকা নিলাম। তারা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানান।

গাংনী শহরের আরজ আলী বলেন, বিশ্বজুড়ে বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও তিনটি করোনা প্রতিরোধী টিকা নিতে পেরেছি।
টিকা গ্রহীতার সংখ্যা কম হওয়া প্রসঙ্গে গাংনীর ইপিআই টেকনিশিয়ান আব্দুর রশিদ বলেন, ইতোমধ্যে অনেকেই বুস্টার ডোজ নিয়ে ফেলেছেন। তাই টিকা মানুষের দৌরগোড়ায় পৌছে গেলেও আগ্রহ কমে গেছে, হয়তো এজন্যই ভিড় কম। দিনব্যাপী টিকা কার্যক্রম চলবে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মো: জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দীকি বলেন, দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণের ৪ মাস পার হলেই ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী সবাই করোনার টিকার বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন। সরকার ঘোষিত বুষ্টার ডোজ দিবসে জেলায় ১৫ হাজার মানুষকে এ কার্যক্রমের আওতায় টিকা দেওয়ার লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে।

মুজিবনগরে আবারো প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পাচ্ছেন ৬ পরিবার

মুজিবনগরে ৩য় ধাপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে ৬ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে নতুন গৃহ দিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে উপজেলা প্রশাসন এবং আগামী ২১ জুলাই (বৃহস্পতিবার) আনুষ্ঠানিকভাবে দুই শতক জমির দলিলসহ এই ঘরের চাবি ওইসব পরিবারকে দেয়া হবে।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে এ সংবাদ সম্মেলন থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান,প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সব এলাকায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর দেয়া হবে। কোনো মানুষই আর গৃহহীন থাকবে না। এ প্রকল্পের আওতায় মুজিবনগর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নে ইতিমধ্যে ২৭ টি পরিবারের মাঝে জমি ও ঘর দেয়া হয়েছে। ৩য় ধাপের ২য় পর্যায়ে আরো ৬ টি নতুন পরিবারকে জমিসহ গৃহ উপহার দেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান,উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রবসহ মুজিবনগরে কর্মরত সকল সংবাদ কর্মিরা।

মেহেরপুরে টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু

মেহেরপুরে করোনার টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে।মঙ্গলবার

মেহেরপুরের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে এই টিকা দেওয়া শুরু হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম ও মেহেরপুর সরকারী কলেজের কেন্দ্রে সকাল ৯ টায় বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়। এসব কেন্দ্রে লোকজন লাইন ধরে টিকা নিচ্ছেন। যারা টিকা নিতে পারবে তাদের আগে থেকেই মোবাইল ফোনে এসএমএস করে কনফার্ম করা হয়েছে। আজ ফাইজারের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় ফাইজারের বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে বলে জানান মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি শাখার যুব প্রধান খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগ।

তিনি বলেন, আমরা স্টেডিয়াম কেন্দ্র এই সপ্তাহে সাড়ে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজারের ওপরে বুস্টার ডোজ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ১০ জন কর্মী নিয়মিত কাজ করে চলেছি। আজকে প্রায় ৭ শ’ জন মানুষকে আমরা বুস্টার ডোজের আওতায় এনেছি। আশা করছি এই সপ্তাহে আমরা একটি বৃহৎ অংশকে বুস্টার ডোজ দিতে পারবো।

প্রথম বা দ্বিতীয় ডোজের চেয়ে প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ভলেন্টিয়ার মোঃ নাগর ইসলাম, শেখ আবিদ আল হাসান, আনসা আমরুল, নুসরাত জাহান জ্যোতি, নার্স দেলোয়ার হোসেন ও অবনিতা মন্ডলের গুরুত্বসহকারী কাজকে প্রসংশা করেছেন টিকা দিতে আসা মানুষজন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিপুর গ্রামের আফজাল হোসেন বলেন, বুস্টার ডোজ দিতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। লাইনে দাঁড়ানোরও প্রয়োজন হয়নি একদমই ফাঁকা ছিলো।

মোছাঃ মরিয়ম বলেন, যেহেতু সরকারের নির্দেশ তাই আগ্রহের সাথেই বুস্টার ডোজ দিতে আসলাম। ডোজ দিতে কোনো প্রকারের অসুবিধা হয়নি। এর আগের ডোজগুলোও যথা সময়ে দিয়েছি এবং বুস্টার ডোজটাও যথা সময়ে দিলাম।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামন পাড়া গ্রামের শহিদুল ইসলাম বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শেষ তাই বুস্টার ডোজ দিতে আসলাম। এসে দেখি অনেকেই এসেছে কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই টিকা দিয়ে চলে আসলাম।

বুস্টার ডোজ দেওয়ার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের টিকার কার্ড

□□□□□□□□□